কবিতার কাছাকাছি একা

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। নভেম্বর উনিশ শ একাশিতে প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত। প্রকাশক ঃ পল হোয়াইটফিল্ড হর্ন প্রফেসর পূর্ণেন্দু দাশগুপ্ত, টেক্সাস ইউনিভারসিটি। পরিবেশক ঃ আকাদমিআ, কলকাতা। প্রচ্ছদ : শুভাপ্রসন্ন। সত্তরটি কবিতায় কাব্যগ্রন্থটি অলঙ্কৃত।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ভালবাসায় অভিমানে'-র মতো 'কবিতার কাছাকাছি একা'-তেও একই মন্ময়তা রয়েছে। যে আবহসঙ্গীত সমস্ত কাব্যগুলিতে টাইটেল মিউজিকের মতো বেজে গেছে। আপাত সূত্রহীন এক প্রচ্ছন্ন সুর বেজে গেছে। কবি আত্মার রোমন্থন পৌনঃপুনিক তরঙ্গে, পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রত্যয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'মহতি বিনষ্টি'-তে ঃ

☐ মানুষ জানে না জানে গাছের সবুজ পাতা রোদ্দুরের চাঁদা
শীতের রাত্রির হাওয়া বালির চিতায় একলা নদী।

জানে অভিভূত দুঃখ অনিবার্য ব্যর্থতা আঘাত
পৃথিবীর অন্ধকার দিন রাত্রি ধুলো বারোমাস।

মানুষ জানেনা, খুব দেরি হয়, মহতি বিনষ্টি হয়ে যায়।

অপজীবন থেকে টেনে তুলে আমাদের দেখায় ঃ

☐চিন্তায় চৈতন্যে দীর্ঘ নিমজ্জিত বোধের ওপারে
কেবল তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক
কিছুই বলে না?

আমরা এক আত্মনির্মাণে নিমগ্ন হতে থাকি। সমস্ত নির্যাস সমস্ত বেদনা হাত ধ'রে নিয়ে যায় এক অদীন ভুবনে। জীবনের যাপনের সমস্ত অপবাহুল্যকে সরিয়ে রেখে আমরাও কবিতার কাছাকাছি একা হয়ে যাই। যে নিঃসঙ্গতাকে পূর্ণ করে কবিতাগুলি। এবং পরিণামে সঙ্গ নিঃসঙ্গতার ঊর্ধ্বে বিরাজমান ঋজু অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের। স্বনির্ভর করে। অপচয়ের অক্ষমতার অপূর্ণতার অবসান ঘটে! বলতে পারি ঃ

☐ আমি তো সবার কাছে স্থির আছি
জয়ে পরাজয়ে এতোদিন।

বলতে পারি ঃ

☐ একমাত্র হন্তারক জেনেও আমাকে ক্ষমা করো
হে নির্মম পরম সুন্দর!

সমস্ত ব্যক্তিগত দুঃখ, বেদনা, আর্তি, হাহাকার—জন্ম জন্মান্তরের এক বিচিত্র সমীকরণে দ্বিধাহীনভাবে নির্ভার ক'রে তোলে আমাদের। আমাদের নির্জীবতা, দীনতা, তুচ্ছতা খ'সে যায়।